# আমাদের ঈমান আক্বীদায় বিশ্ব-রাজনীতির প্রভাব

আমরা মুসলমান। আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করে ইসলাম গ্রহন করেছি। আমরা আল্লাহ রাসূলের আনুগত্য করি এবং তাদের যাবতীয় বিধান মেনে চলি। আমাদের এ আত্মসমর্পন ও আনুগত্যের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। আমরা জানি জাহান্নাম থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ভেজাল মুক্ত ঈমান। আর খাঁটি ঈমানের মূল কথা: অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস তথা সঠিক আক্বীদাহ।

প্রতিটি নীতি, আদর্শ ও দর্শনই কিছু বিশ্বাসের জন্ম দেয়। বারবার নীতির পরিবর্তন ও এক সাথে বহু নীতি গ্রহনের ফলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক বিশ্বাস। এর মধ্যে কিছু এমন বিশ্বাসও রয়েছে যা মুসলমানের আক্বীদাহ বিশ্বাসকে টালমাটাল করে মানুষকে ইসলামের বাহিরে নিয়ে যায়।

এমন সব বিষয় নিয়েই আজকের আলোচনা। বিশ্বনীতির প্রভাবে মানুষের আক্বীদাহ বিশ্বাসে যে বিকৃতি সৃষ্টি হয়েছে ইহাই আমাদের আজকের বিষয়। তাই বিশ্বনীতির বিশ্বাসগত দিক নিয়েই আমরা আলোচনা করব।

সহজ ভাবে বুঝানোর জন্য বিশ্বনীতিকে আমরা তিন ধাপে বর্ননা করেছি। প্রথমে রাসূল সাঃর আগমনের পূর্বের অবস্থা, তারপর ইসলামী বিধানে কথা এবং সর্বশেষ বর্তমান বিশ্বনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রবন্ধটিতে এমন কিছু পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা না থাকলে মূল বিষয় বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। তাই মূল প্রবন্ধ শুরুর আগে প্রয়োজনীয় কিছু পরিভাষা উলেখ করা হল।

## প্রয়োজনীয় কিছু পরিভাষাঃ

**১. রাজনৈতিক দর্শনঃ** যে নীতি বা দর্শনের আলোকে রাষ্ট্র, বাজ্য এবং সরকার পরিচালিত ও পরিবর্তিত হয়, রাজনৈতিক দর্শন বলে ইহাই বুঝানো হয়েছে। বিশ্বে প্রচলিত রাজনৈতিক দর্শন সমূহ হচ্ছে..

**ক. রাজতন্ত্রঃ** রাজার কর্তৃত্ব, সার্ব-ভৌমত্ব এবং রাজাকে ক্ষমতার উৎস মেনে প্রতিষ্ঠিত দর্শন হচ্ছে রাজতন্ত্র।

**খ. গণতন্ত্রঃ** জনগণের কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব এবং জনগণকে ক্ষমতার উৎস মেনে প্রতিষ্ঠিত দর্শন হচ্ছে গণতন্ত্র।

**গ. খিলাফাহঃ** এক আল্লাহর কর্তৃত্ব, সার্ব-ভৌমত্ব, মহান আল্লাহকে ক্ষমতার উৎস এবং কুর্আন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস মেনে নবী-রাসূলগণের আদর্শে পরিচালিত রাজনৈতিক দর্শন হচ্ছে খিলাফাহ।

**ঘ. নাস্তিক্যবাদঃ** সৃষ্টিকর্তাকে অস্বিকার করে প্রকৃতিকে সকল কিছুর উৎস মেনে প্রতিষ্ঠিত দর্শন হচ্ছে নাস্তিক্যবাদ।

**২. সামাজিক আদর্শঃ** মানুষ সামাজিক ভাবে যে নীতি বা আদর্শ মেনে চলে ইহাই সামাজিক আদর্শ। পৃথিবীতে প্রচলিত সামাজিক আদর্শ সমূহ হচ্ছে..

**ক. ইসলামঃ** ইসলাম আল্লাহর মণোনীত একমাত্র জীবন বিধান তথা সামাজিক ব্যবস্থা।
* ইসলামের মূল ভিত্তি তাওহীদ।
* আল্লাহর মনোনীত ও রাসূলগণের প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থাই ইসলামী আদর্শ বা শারীয়া'হ।
* আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর বাস্তবায়ন হচ্ছে ইসলামের মূল শিক্ষা।
* আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য এবং সাহাবাদের অনুকরন ইসলামী সমাজের মূল্যবোধ।

**খ. খৃষ্ঠানিজমঃ** খৃষ্ঠানিজমের মূল ভিত্তি তৃত্ববাদ। তাদের কথা মত ঈসা আঃর শিক্ষাই তাদের সামাজিক আদর্শ। (তবে ইশ্বরের ক্ষমার প্রতি অতি উৎসাহী হয়ে পাপাচারে গা ভাসিয়ে দেয়া এবং ধর্মকে কয়েকটি আনুষ্ঠানিকতায় আবদ্ধ করে ফেলা বর্তমান খৃষ্ঠাদের প্রধান বৈশিষ্ঠ।)

**গ. হিন্দুত্ববাদঃ** হিন্দুত্ববাদের মূল ভিত্তি হচ্ছে বহু দেবদেবির কর্তৃত্বে ও ক্ষমতায় বিশ্বাস। প্রবিন মনিষীগণের বাণী ও শিক্ষা তাদের সামাজিক আদর্শ। কিছু আনুষ্ঠানিকতা ও সংস্কারে আবদ্ধ থাকা হিন্দুদের সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রধান বৈশিষ্ঠ।

**ঘ. ধর্মনিরপেক্ষতাঃ** ধর্মকে ব্যক্তি জীবনে কিছু কর্মের সাথে আবদ্ধ করে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বিসর্জন দিয়ে ধর্মহীন সামাজিক আদর্শের নাম ধর্মনিরপেক্ষতা।

**ঙ. সমাজতন্ত্রঃ** নাস্তিক্যবাদের উপর ভিত্তি করে গঠিত সামাজিক আদর্শ হচ্ছে সমাজতন্ত্র।

**৩. জাতীয়তাঃ** দেশের মানুষ যে পরিচয়ে বিশ্বে পরিচিত হয় তাহাই জাতীয়তা।

**৪. রাজ্য বা রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিঃ** যে আদর্শের উপর রাষ্ট্র বা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই এর মূল ভিত্তি।

**৫. রাজ্যঃ** রাজা কর্তৃক শাসিত (রাজতান্ত্রিক) দেশকে রাজ্য বলে।

**৬. রাষ্ট্রঃ** প্রজা কর্তৃক শাসিত (প্রজাতান্ত্রিক) দেশকে রাষ্ট্র বলে।

## রাসূল সাঃর আগমনের পুর্বে বিশ্ব রাজনীতিঃ

**রাজ্যের ভিত্তি ও জাতীয়তাঃ** রাসূল সাঃর আগমনের পুর্বে রাজ্য সমূহের মূল ভিত্তি ছিল ধমীর্য় বিশ্বাস। তখনকার দিনে দেশের মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই রাজ্য ও জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হত।

**রাজনৈতিক দর্শনঃ** তখনকার দিনে বিশ্বের রাজনৈতিক দর্শন ছিল রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রের নিয়ম মত রাজাকে নির্বাহী মেনে রাজ্য পরিচালিত হত।

**সামাজিক আদর্শঃ** তখনকার দিনে ধর্মীয় আদর্শই ছিল সামাজিক আদর্শ। রাজার আদেশে দেশ পরিচালিত হলেও সামাজিক ভাবে ধর্মীয় বিধান মানা হত। রাজাকে ধর্মীয় নেতাদের পরামর্শ ও ফতোয়া মেনে চলতে হত। অন্যান্ন ধর্মাবলম্বিদের মত ইসলামেও একই নীতি চালু ছিল। ইহাই ছিল বনী ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। এর ব্যতিক্রম ছিল শুধুমাত্র দাউদ আঃ ও সুলাইমান আঃর বেলায়। তারা একাধারে বাদশাহ এবং নবী ছিলেন।

**পর্যালোচনাঃ** তখনকার দিনে রাজনৈতিক দর্শন আর সামাজিক আদর্শ ভিন্ন হয়ায় দ্বৈত নিয়মে পড়ে মাঝে মাঝে দেশ, সমাজ ও জনতাকে বিপাকে পড়তে হত। বিশেষ করে যেসব ব্যাপারে রাজার পছন্দ আর ধর্মীয় বিধান বিপরিত হত সে সব ব্যাপারে জাতিকে সমস্যায় পড়তে হত। যেমন..

ইয়াহইয়া আঃর নবুয়্যত কালে দেশের রাজা তার ভাতিজীর প্রতি আশক্ত হয়ে পড়েছিল। রাজা ভাতিজীকে বিয়ে করার জন্য নবীর কাছে ফতোয়া ও পরামর্শ চাইলে ইয়াহইয়া আঃ রাজার চাহিদার বিপরিত ফতোয়া দেন। ফলে রাজার রূষানলে পড়ে জীবন দিতে হয়েছিল ইয়াহইয়া আঃকে।

**বর্তমান সময়ে** এমন দ্বৈত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাজ্য **সৌদি আরব।** সৌদি আরবের রাজনৈতিক দর্শন রাজতন্ত্র এবং সামাজিক আদর্শ ইসলাম। সৌদি আরবে কুর্আন সুন্নাহই আইনের উৎস হিসাবে স্বীকৃত। তাদের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম হল: রাজ্য ও সমাজের প্রতিটি সিদ্ধান্ত হবে কুর্আন সুন্নাহর আলোকে। তাই গুরুত্বপূর্ন কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে রাজাকে সর্বোচ্ছ উলামা পরিষদের পরামর্শ ও সমর্থন নিতে হয়।

কোন বিষয়ে উলামাদের মতামত রাজকীয় সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক হলে কখনো কখনো দেশ ও জাতিকে সমস্যায় পড়তে হয়। যা মাঝে মাঝে আমাদের নজরে পড়ে। *(তবে আল্লাহর কর্তৃত্ব, সার্ব-ভৌমত্ব এবং আল্লাহকে সকল কিছুর উৎস হিসাবে মেনে নিয়ে সৌদিরা শিরক থেকে নিজেদের রক্ষা করেছে এবং পুর্নাঙ্গ ইসলামী না হলেও বর্তমান বিশ্বে ইসলামী নীতির সব চেয়ে কাছের জাতি তারাই)*

রাসূল সাঃর আগমনের প্রাক্কালে খৃষ্ঠানদের ঐক্যবদ্ধ রাজ্য ছিল রোমান সাম্রাজ্য। ইউরূপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিশাল এলাকা নিয়ে রোমান সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। যার সামাজিক আদর্শ ছিল খৃষ্ঠানিজম। সামাজিক শিষ্ঠাচার, বিচার ও শাসন চলত খৃষ্ঠানিজমের ভিত্তিতে।

ইরান, ইরাক সহ বিরাট অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল ফারস্য সাম্রাজ্য। শিরকের উপর ভিত্তি করে সাম্রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। রোমান ও ফারস্য উভয় সাম্রাজ্যকে তখনকার দিনে বিশ্বের দুই পরাশক্তি হিসাবে ধরা হত।

## ইসলামী বিধানে বিশ রাজনীত্বিঃ

**রাষ্ট্রের ভিত্তি ও জাতীয়তাঃ** মক্কাহ থেকে হিজরত করে মদীনাহ গিয়ে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করেন রাসূল সাঃ। যার **মূল ভিত্তি, জাতীয়তা, রাজনৈতিক দর্শন ও সামাজিক আদর্শ ছিল ইসলাম।** এ সমাজ ও রাষ্ট্রের সব ছিল শারীয়া'হ ভিত্তিক। ইসলামী শারীয়া'হই ছিল সকল কিছুর উৎস, সবকিছুর মূল। আর ইহাই বিশ্ব মানবতার জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা।

মানুষ তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে একই মূলনীতি মেনে চলবে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সব প্রতিষ্ঠিত হবে একই মূলনীতির উপর। এতে করে বহুনীতির জাতাকলে পড়ে মানুষকে নাজেহাল হতে হবে না। ইহাই ইসলামী বিধান। ইসলামী বিধান মতে সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ইসলাম। ইসলামের উপর ভিত্তি করেই সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। পৃথিবীর সকল মুসলামন ঈমানের ভিত্তিতে এর নাগরিক হবে এবং ইসলামী বিধান মেনেই ইহা পরিচালিত হবে।

**সহজ কথায় ইসলামী বিধান মতে.....**

**.....রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে ইসলাম।**
**.....নাগরিকদের জাতীয় পরিচয় হবে মুসলি।**
**.....রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দর্শন হবে ইসলাম।**
**.....সমাজ ও রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ হবে ইসলাম।**

এক কথায় সকল কিছুই পরিচালিত হবে ইসলামী বিধান ও শারীয়া'হ মোতাবিক। ইহাই আল্লাহর মনোনীত দ্বীন, বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা।

**খিলাফাহঃ** রাসূল সাঃর পর আসে খিলাফাহ। খুলাফা রাশিদীন, উমাইয়্যাহ খিলাফাহ, আব্বাসিয়াহ খিলাফাহ, ফাতিমী খিলাফাহ ও উছমানী খিলাফাহ। তখনো বিশ্ব রাজনীতির মূল ভিত্তি ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস। ইসলামের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম শক্তি তখন পরা-শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত ছিল। দুনিয়ার সকল মুসলমান

ছিল ঐক্যবদ্ধ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠা ছোট ছোট সালতানাত ও রাজ্য সমূহের অনেক সুলতান ও রাজা খিলাফতের আনুগত্য মেনে চলতেন।

**ভারত উপ-মহাদেশঃ** আমাদের এ বাংলা বিহার উড়িষ্যা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল সুলতানী শাসন। বর্তমান হিন্দুস্তান, পাকিস্তান নিয়ে গঠিত ছিল মোগল সাম্রাজ্য। দিল্লির মোগল রাজারা এ অঞ্চল শাসন করতেন। মুসলিম বিশ্বের অন্যান্ন অঞ্চলের মত এ অঞ্চলেও সামাজিক ভাবে ইসলামী বিধান মানা হত। ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করে বিচারকদের কাজী বলা হত এবং শারীয়া'হ আইন মেনে বিচার কার্য পরিচালনা করা হত।

ইংরেজ আমলে শারীয়া'হ আদালতের পাশাপাশি জেনারেল কোর্ট চালু হয়। তখন ধর্মীয় বিষয়াদি শারীয়া'হ আদালতে আর জাগতিক বিষয়াদি জেনারেল কোর্টে মিমাংসা করা হত। পরে ধীরে ধীরে শারীয়া'হ আদালতকে সংকোচিত করে শুধুমাত্র বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত বিষয়ে সীমাবদ্ধ করা হয়।

আর আমাদের রাজনৈতিক নেতারা ইংরেজদের থেকে আরো এ্যডভান্স হয়ে শারীয়া'হ আদালতকে সম্পূর্ন বিলুপ্ত ও বিসর্জন দিয়ে কাজী সাহেবগণকে বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের দায়িত্ব দিয়ে খুশী রেখেছেন।

**পর্যালোচনাঃ** ইসলামী বিধানে যেহেতু রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি, জাতীয়তা, রাজনৈতিক দর্শন ও সামাজিক আদর্শ একই। তাই দেশ, জাতি ও জনতাকে নীতিগত ভাবে কোন ঝামেলায় পড়তে হয় না। জীবনের সকল ক্ষেত্রে একই নীতি ও একই বিধান মেনে চলার কারনে মানুষ সামাজিক ও মানষিক ভাবে স্থিতিশীল থাকে।

**খিলাফাহ্ পরবর্তি বিশ্বঃ** ১৯২৪ ঈসায়ী সনে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয় ইসলামী খিলাফাহ্। মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য ভেঙ্গে দিয়ে গঠন করা হয় ছোট ছোট অনেক রাষ্ট্র ও রাজ্য।

ক্ষমতার লোভে চক্রান্তকারীদের পরিকল্পনা মত সাউদ পরিবার ও হাফিজ পরিবার মধ্যপ্রাচ্যকে ভাগ করে নেয়। তবে হিজাজে উলামাগণ ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী থাকায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের অঙ্গিকার করে সাউদ পরিবার তাদের সাথে জোট গঠন করে। যার ফলে গঠিত হয় সৌদি আরব। আর ইরাক ও শামের রাজত্ব দেয়া হয় উলুওয়ী শিয়া হাফিজ পরিবারকে। পরবর্তিতে ইরাকীরা আরবী পুনরজাগরন (আল-বা'ছ আল-আরাবিয়্যাহ্)র নামে ইরাক থেকে তাদের হঠিয়ে দেয়। আর সিরিয়ায় এখন পর্যন্ত চলছে হাফিজ পরিবারের জুলুম ও নির্যাতন।

## বর্তমানের বিশ্ব রাজনীতিঃ

**রাষ্ট্রের ভিত্তি ও জাতীয়তাঃ** বর্তমান বিশ্ব ছোট ছোট অনেক রাজ্যে ও রাষ্ট্রে বিভক্ত। বর্তমান বিশ্ব-নীতিতে রাজ্য, রাষ্ট্র ও জাতি গঠনের একমাত্র মূল ভিত্তি আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ। বর্তমান বিশ্বের সকল রাজ্য, রাষ্ট্র এবং জাতিই গঠিত হয় আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে।

**রাজনৈতিক দর্শনঃ** বর্তমান বিশ্বে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা এসব রাজ্য ও রাষ্ট্র সমূহের রাজনৈতিক দর্শন ভিন্ন ভিন্ন। জোড়াতালি, ধোকাবাজি ও ধাপ্পাবাজি কেন্দ্রিক এ দুনিয়ায় যেসব দেশ রয়েছে এর কোনটির রাজনৈতিক দর্শন গণতন্ত্র, কোনটির রাজতন্ত্র, কোনটির রাজতন্ত্র ও গণসন্ত্রের সংমিশ্রন, কোনটির নাস্তিক্যবাদ। আর কোনটিতে অঘোষিত ভাবে চলছে দলতন্ত্র বা পরিবারতন্ত্র।

**সামাজিক আদর্শঃ** বর্তমান বিশ্বে রাজ্য/রাষ্ট্র সমূহের সামাজিক আদর্শও ভিন্ন ভিন্ন। কোন দেশের ধর্ম নিরপেক্ষতা, কোনটির খৃষ্ঠানিজম, কোনটির হিন্দুত্ব, কোনটির সমাজতন্ত্র, কোনটির বৌদ্ধ মতবাদ আর কোনটির ইসলাম।

**পর্যালোচনাঃ** বর্তমানে রাজ্য, রাষ্ট্র ও জাতি গঠনের ভিত্তি, জাতীয়তা, রাজনৈতিক দর্শন, সামাজিক আদর্শ, শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি সবকিছু ভিন্ন হয়ার কারনে এক সাথে অনেক নীতি, দর্শন ও বিশ্বাসের জাতাকলে পড়ে মানুষ দিশাহারা হয়ে যাচ্ছে। তারা হয়ে যাচ্ছে ধর্মহীন, নীতিহীন ও আদর্শহীন। যেমন..

**ক.** মনে করুন একজন মুসলমান পাকিস্তানী আর অন্যজন ভারতী। আঞ্চলিত জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গড়ে উঠা রাষ্ট্র দুটি পরস্পরের শত্রু। সীমান্তে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকে। এক দেশের সৈন্যকে হত্যা করতে পারলে অন্য দেশের সৈন্য বীর উপাধিতে ভুষিত ও পুরস্কৃত হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীতেও মুসলমান আছে, আছে পাকিস্থান বাহিনীতেও। ইসলামী বিধান মতে কোন মুসলমানকে হত্যা করা মহা-পাপ, কুফর। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ মনে করে সে কাফির, চির জাহান্নামী।

রাষ্ট্রীয় বিধান মতে ভারতীয় মুসলমান সৈনের জন্য পাকিস্থানী মুসলমান সৈন্যকে হত্যা করা বৈধ। এমন করতে পারলে সে দেশ ও জাতির পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হবে। আর ইসলামী বিধান মতে হারাম ও কুফর, এজন্য সে চির জাহান্নামী হবে। এখন আপনারাই ভেবে দেখুন! এ দ্বৈত নীতির জাতা কলে পড়ে সে এখন কি করবে ..?

**খ.** বর্তমান বিশ্বে সুদ একটি বৈধ ব্যবসা। সুদ গ্রহন বা সূদ প্রদান দেশীয় আইনে অন্যায় নয়। বরং সুদের ব্যবসা ও সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং রাষ্ট্রীয় ভাবে উৎসাহিত করা হয়। অথচ ইসলামী বিধান মতে সুদ মহা-পাপ। সুদ দাতা, গ্রহিতা, সুদের লেখক ও সাক্ষ্যি সবাইকে লা'নত করা হয়েছে। সুদ গ্রহনকে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে: সুদের নুন্যতম পাপ হচ্ছে আপন মায়ের সাথে যিনা করা।

এ দ্বৈত নীতির জাতাকলে পড়ে জনগণের লেজে গুবরে অবস্থা। অনেকে নামায রোজা করেও সুদের ব্যাপারটিকে তুচ্ছ করে দেখছে। ফলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সে হয়ে যাচ্ছে কাফির, চির জাহান্নামী।

**গ.** আজকাল অনেক দেশে আইন করে স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। অথচ ইসলামী বিধান মতে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। ইহা কুর্আনে বর্নিত সুস্পষ্ট আইন। ইসলামী শারীয়া'হ মতে এ আইনের বিরুধিতাকারী কাফির।

এ দ্বৈত নীতির জাতাকলে পড়ে মুসলমানদের বেহাল অবস্থা। স্ত্রীর তালাক দেয়াকে মেনে নিবে আল্লাহর বিধান লংঘনের জন্য কাফির ও জাহান্নামী হতে হবে। আর না মানলে সরকারের দৃষ্টিতে অপরাধী হতে হবে।

অথচ সরকার ইচ্ছা করলে ইসলামী আদালত বা শারীয়াহ কাউন্সিলের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারত। এতে করে নেতাদেরও ঈমান নষ্ট হত না। আর আমাদের ঈমানও বেঁচে যেত, আমরা জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতাম। কারন ইসলামী শারীয়া'হ সরকার ও আদালতকে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু তা না করে নেতারা জনগণকে জাহান্নামের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

**ঘ.** বর্তমানে অনেক দেশে সাংবিধানিক ভাবে বিবাহ বহির্ভুত যৌনতাকে বৈধতা দেয়া হচ্ছে। আবার একই সংবিধানে মানুষের ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সকল নাগরিককে দেয়া হয়েছে ধর্ম পালনের স্বাধিনতা। ধর্মীয় বিধান মতে বিবাহ বহির্ভুত যৌনতা অবৈধ, হারাম। আর দেশীয় আইনে বৈধ। এখন লোকজন কোনটি মানবে ? দেশীয় বিধান মেনে বিবাহ বহির্ভুত যৌনতাকে মেনে নিলে কাফির হয়ে চির জাহান্নামী হতে হবে। আর ধর্মীয় বিধান মেনে এসব কাজকে অবৈধ মনে করলে নেতারা নারাজ হবে।

**ঙ.** অনেক দেশের সংবিধানে জনগণের কর্তৃত্ব ও সার্ব-ভৌমত্ব মেনে নিয়ে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস বলা হয়েছে। আর ইসলাম বলছে আল্লাহই সকল কিছুর উৎস, সকল কর্তৃত্ব ও সার্ব-ভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর।

এখন জনগণ কোনটি মানবে ? জনগণের কর্তৃত্ব, সার্ব-ভৌমত্ব ও জনগণকে ক্ষমতার উৎস মেনে নিলে কাফির ও মুশরিক হয়ে আল্লাহর গজবে পড়ে চির জাহান্নামী হতে হবে। আর আল্লাহর কর্তৃত্ব, সার্ব-ভৌমত্ব ও আল্লাহকে সকল কিছুর উৎস হিসাবে মেনে নিলে তা হবে দেশীয় আইনে অন্যায়।

এখানে মাত্র কয়েকটি উদাহরন দেয়া হল। এক সাথে বহুনীতি মানার কারনে মানুষকে এভাবে হাজারো মুসীবতের সম্মুখীন হতে হয়।

**আইন ও বিধানঃ** আইন বা বিধান তৈরী হয় মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক শিষ্টাচার, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে। আগেকার দিনে জাতির ধর্মীয় বিশ্বাসের আলোকেই তৈরী হত দেশের আইন ও বিধান। মুসলমানদের সকল দেশ, রাজ্য ও রাষ্ট্র সমূহ পরিচালিত হত ইসলামী বিধানের আলোকেই। বাংলার সুলতান, হিন্দুস্তানের রাজা সহ সকল দেশের বিচারকগণ শারীয়া'হ বিধান মেনেই বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করে বিচারকদের কাজী বলা হত এবং বিচারালয়কে বলা হত আদালত বা মাহকামাহ। মাহকামাহ শব্দকে সামান্য পরিবর্তন করে বলা হত মহকুমা।

কিন্তু বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক নেতাদের মাঝে ধর্মীয় জ্ঞান কমে যাওয়ায় এবং নাস্তিক্যবাদী মন-মানষিকতা বেড়ে যাওয়ায় ধর্মীয় বিধান বিলুপ্ত হয়ে ধর্মহীন, নৈতিকতা বিবর্জিত আইন ও বিধান তৈরী হচ্ছে পৃথিবীর দেশে দেশে। এর অন্যতম কারন শিক্ষা ব্যবস্থা।

**শিক্ষা ব্যবস্থাঃ** আগেকার দিনে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ধর্ম ভিত্তিক। শিক্ষার মূল বিষয় ছিলঃ দেশের মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, পরকালে সাজা বা প্রতিদান প্রাপ্তি, পরোপকার, বিনয়, নম্রতা, অদৃশ্য শক্তির কাছে জবাবদিহিতা ইত্যাদি। এসব নৈতিক শিক্ষা গ্রহন করে মানুষ গড়ে উঠত নীতিবান, আদর্শবান, পরোপকারী ও সমাজ বান্ধব হিসাবে।

বর্তমান সময়কে বলা হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগ। উন্নয়নের জন্য মানুষ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থের পিছু ছুটছেত ছুটছেই। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থের পিছু ছুটতে গিয়ে মানুষ কখন যে তার আদর্শ, বিশ্বাস ও নৈতিকতা হারিয়ে ফেলছে সে খবর ও তার নেই।

অতি আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর ও আর্থিক উন্নয়নের অধিকারী হতে গিয়ে চালু হয়েছে পরকাল বিমুখ, নৈতিকতা বিবর্জিত, বস্তুবাদী ও ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা। যার ফলে তৈরী হচ্ছে নাস্তিক্যবাদ ও ধর্মবিদ্বেষী মন-মানষিকতা।

বস্তুবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত, নৈতিকতা বিবর্জিত, ধর্মবিদ্বেষী মানষিকতার ধারকরাই দেশ, জাতি ও সমাজের নেতৃত্বে আসীন হচ্ছে। তাই আইন ও বিধান তৈরী হচ্ছে তাদের মত করেই যা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য ধ্বংস ডেকে আনছে। ধ্বংস করে দিচ্ছে মানবতা। তরাহ্নিত হচ্ছে নৈতিক বিচ্যুতি। ধ্বংসের দিকে ধাবমান হচ্ছে বিশ্ব।

**মুক্তির পথঃ** ধ্বংসের পথ থেকে বিশ্বকে বাঁচাতে হলে আমাদেরকে আবার শিকড়ের সন্ধান করতে হবে। ফিরে যেতে হবে মানবতার পথে, নৈতিকতার পথে তথা আল্লাহর পথে। ইহাই মুক্তির পথ, একমাত্র পথ ।।

*লেখক: মুফতী সাঈদ, মুফতীও মুহাদ্দীছ।* **Visit www.muftisaeed.org.uk**